

জাত পরিচিতি

বি ধান৫৯ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনসিটিউট কর্তৃক INGER (International Network for Germplasm Evaluation of Rice) এর মাধ্যমে সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করে জাত হিসাবে চূড়ান্ত ভাবে নির্বাচন করা হয়। এর কৌলিক সারি নং- ইড৩২৮। জাতটি ২০১৩ সালে ঘওঙ্গে- কর্তৃক বোরো মৌসুমে জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- ▶ অধিক ফলনশীল।
- ▶ গাছের উচ্চতা ৮৩ সেমি এবং ঢলে পড়ে না।
- ▶ চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রঙ সাদা।
- ▶ ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৬ গ্রাম।
- ▶ চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৫%।
- ▶ চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২৪.৬%।



বি ধান৫৯

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বি ধান৫৯ এর জীবনকাল বি ধান২৮ এর চেয়ে এক সপ্তাহ নাবি কিন্তু গড় ফলন প্রতি হেক্টরে ০.৬ টন বেশি। এ জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছ উচ্চতায় বি ধান২৮ এর চেয়ে খাটো এবং মজবুত বিধায় ঢলে পড়ে না।

জীবনকাল: এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫০ দিন।

ফলন

হেক্টে? প্রতি গড় ফলন ৭.১ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বি ধান৫৯ এর সম্ভাব্য ফলন (Potential yield) হেক্টরে ৮.৫ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. বীজ তলায় বীজ বপন : ১-৩০ শে অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)।
২. চারার বয়স : ৩৫-৪০ দিন।
৩. চারার সংখ্যা : প্রতি গুছিতে ২/৩টি।
৪. রোপণ দুরত্ব : ২৫ সেমি দ্বা ১৫ সেমি।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৫	১৩.৫	১৬	১৫	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবাটুকু টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং এমওপি সার প্রয়োগ করা উচিত।

ইউরিয়া সার সমান তিন কিসিতে যথা রোপণের ১৫ দিন পর ১ম কিসি এবং ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিসি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিসি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন : রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থাপনা : থোড় অবহস্তা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
৮. রোগবালাই দমন : বি ধান৫৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণে সমর্পিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।
৯. ফসল পাকা ও কাটা : ১-১৫ বৈশাখ (১৫-৩০ এপ্রিল) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য :

পরিচালক (গবেষণা), বি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd